৩. দুষ্কর্ম বর্জন করা - প্রতিষ্ঠানসমূহ ইচ্ছাকৃত বা অনিচ্ছাকৃতভাবেও কোনো প্রকার অন্যায় কর্মকান্ডে জড়াবে না যা মানুষ এবং পরিবেশকে প্রভাবিত করতে পারে।

৪. অসন্তুষ্টি সমাধান করা - এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ইস্যু কারণ যখন মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে, তখন যদি অসন্তুষ্টির সমাধান করা যায়, তবে সেটাই মানবাধিকারকে রক্ষা করতে পারে। অসন্তুষ্টি সমাধানের একটি পদ্ধতি থাকলে তা অসন্তুষ্টির একটি প্রতিকারও দেয়। সুতরাং, প্রতিটি প্রতিষ্ঠানেরই অসন্তুষ্টি সমাধানের আদর্শ পদ্ধতি থাকা উচিৎ।

৫. বৈষম্য এবং সমাজের অরক্ষিত কোন দল - সমাজের অরক্ষিত দলগুলোর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরন না করার ব্যাপারে প্রতিষ্ঠানসমূহের সাবধান থাকা উচিৎ। একটি সাধারণ উদাহরণ হচ্ছে একই কাজের জন্য পুরুষের চাইতে নারীকে কম মজুরি দেয়া; কাজের জন্য অধিক যোগ্যতাসম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও প্রতিবন্ধী মানুষদের কাজে না নেয়া।

৬. নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার - নিরাপত্তা, মর্যাদাপূর্ণ জীবনের অধিকার এবং ধর্মের স্বাধীনতার প্রতি প্রতিষ্ঠানগুলোকে শ্রদ্ধাশীল থাকতে হবে।

৭. অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার - কর্মীদের বেতন কাঠামো তৈরি করার সময় প্রতিষ্ঠানসমূহের খেয়াল রাখতে হবে যাতে করে কর্মীরা তাদের খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা ও সামাজিক নিরাপত্তার মতো মৌলিক চাহিদাসমূহ মেটাতে পারে।

৮. মূলনীতি এবং কর্মক্ষেত্রে অধিকার - কর্মক্ষেত্রে সমিতির স্বাধীনতা, সকল ধরণের জোরপূর্বক শ্রম বর্জন করা, শিশু শ্রম বর্জন এবং অবৈষ্যমের মতো মৌলিক অধিকারের ব্যাপারে সংগঠনসমূহের যত্নশীল হওয়া উচিৎ। ট্রেড ইউনিয়নের অভাব একটি খাতে শ্রমিক অসন্তোষ সৃষ্টি করতে পারে কারণ শ্রমিকদের আইনসঙ্গত অসন্তুষ্টিসমূহ ব্যবস্থাপনা পরিষদে উত্থাপন করার জন্য ফোরাম থাকে না। বাংলাদেশে একটি কার্যকরী গণতান্ত্রিক ট্রেড ইউনিয়ন থাকাটা খুব জরুরি।

বাংলাদেশের তৈরি পোশাক শিল্প খাত সফলভাবে তাদের কারখানা থেকে শিশু শ্রম বর্জন করেছে।

শ্রম অনুশীলন

সামাজিক দায়িত্বশীলতার মূল ধারণা হচ্ছে যে সংগঠন বা কারখানা/শিল্প প্রতিষ্ঠান বা অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সমূহ সমাজের ভালোর জন্য কাজ করবে। একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পৃক্ত সকল ধরণের কর্মকান্ড, নিয়ম ও তার ব্যবহার 'শ্রম অনুশীলন' দ্বারা সংজ্ঞায়িত হয়। সামাজিক দায়িত্বশীলতার কথা যখন চিন্তা করা হয়, তখন প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ব্যক্তিদের সবাইকেই সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করা হয়। সে কারণেই ইন্টান্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডস অর্গানাইজেশন (আইএসও) তাদের বিশ্বব্যাপী মান আইএসও ২৬০০০-এ সামাজিক দায়িত্বশীলতার একটি মূল বিষয় হিসেবে শ্রম অনুশীলনকে অন্তর্ভুক্ত করেছে। শ্রম অনুশীলনের পাঁচটি ইস্যু হচ্ছে -